The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

হরমুজ সংকটে জ্বালানি বাজারে নতুন উদ্বেগ - জাহাজসহ আটকা ২০ হাজার নাবিক

- A Monitor Desk Report Date: 30 April, 2026

ঢাকাঃ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে তৈরি হওয়া অচলাবস্থার প্রভাব এখন সরাসরি পড়ছে জ্বালানি বাজারে। তেল পরিবহনের এই প্রধান রুটে বিঘ্ন দেখা দেওয়ায় বিশ্ববাজারে সরবরাহ নিয়ে শঙ্কা বেড়েছে, যার প্রভাব পড়ছে জ্বালানির দামে□আর সেই চাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় ২০০০ জাহাজ এবং ২০ হাজার নাবিক পারস্য উপসাগরে আটকা পড়ে আছে। নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তারা হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের অনুমতির অপেক্ষায় থাকলেও বাস্তবে এই রুট প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

এর আগে মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বীমা কোম্পানিগুলো এই রুটকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে ট্যাংকার জাহাজের জন্য যুদ্ধ ঝুঁকি বীমা বাতিল করে দেয়। ফলে অনেক জাহাজ চলাচলের সক্ষমতা থাকলেও বীমা না থাকায় কার্যত যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, জলপথে পেতে রাখা নৌ-মাইন সরাতে অন্তত ৬ মাস সময় লাগতে পারে। এর আগে পুরোপুরি নিরাপদভাবে জাহাজ চলাচল সম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাইন সরানো হলেও বীমা খরচ দীর্ঘ সময় উচ্চ অবস্থানে থাকতে পারে। স্থায়ী রাজনৈতিক বা সামরিক সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত এই অনিশ্চয়তা কাটার সম্ভাবনা কম।

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের ২০ শতাংশের বেশি এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এখানে দীর্ঘস্থায়ী সংকট বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

এদিকে নিজেদের নাবিকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযান চালায়নি ইরান। দেশটির কন্টেইনারবাহী জাহাজ তোস্কার ৬ নাবিক ইতোমধ্যে মুক্তি পেয়েছেন বলে জানিয়েছে তেহরান।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী ওমান উপসাগরে জাহাজটি নিয়ন্ত্রণে নেয়, যাতে ২৮ জন ইরানি নাবিক ছিলেন। ইরান এই ঘটনাকে দস্যুতার শামিল বলে উল্লেখ করে।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ৬ নাবিক দেশে ফিরলেও বাকি ২২ জন এখনো যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে রয়েছেন। তাদের মুক্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে তেহরান।

-B